NOV. 21 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৩ ......

ঢাকা পলিটেকনিকের এক হাজার ছাত্র সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হাজার খানেক ছাত্র জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সংঘবদ্ধ এই সন্ত্রাসীরা ইনস্টিটিউটের ছাত্রবাসে ফাও খাচ্ছে, ছাত্রদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে টাকা পয়সা। ঈদ আসছে বলে জনপ্রতি ধার্য করেছে ৫০ টাকা ফী। এদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষক এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটের ৪টি

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা পলিটেকনিকের

(১২-এর পাতার পর)

ছাত্রাবাসে রয়েছে এক হাজারের বেশি আবাসিক ছাত্র। এছাড়া এর পাশেই রয়েছে ঢাকা টেক্সটাইল কলেজ। আজিজ ছাত্রাবাস নামের কলেজেরও একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। রাজধানীর বাইরে থেকে আসা ছাত্ররাই সাধারণত এসব ছাত্রাবাসের বাসিন্দা। ছাত্রাবাসের ছাত্ররা জানায়, বেশ কিছুদিন থেকে তারা রয়েছে মহা আতঙ্কে। তাদের এই অবস্থা শুরু হয়েছে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে। সাধারণ ছাত্ররা জিম্মি হয়ে পড়েছে ছাত্রাবাসের এক শ্রেণীর সন্ত্রাসী ছাত্রদের হাতে। এরা ইনস্টিটিউটের ছাত্র হলেও মূলত সন্ত্রাসী। এক সময় এরা ছাত্রলীগ করত। এখন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা হয়েছে ছাত্রদল। এই দলের নেতা হলো– মামুন, মিজান, মাসুদ, রানা, পাঠান, দিপু, এমদাদসহ কয়েকজন। এদের রয়েছে কতিপয় সন্ত্রাসী তারা প্রতিটি ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা পয়সা কেড়ে নিচ্ছে। কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করে বলেছেন, এখন ফরম ফিলাপের সময়। এই সময় যে সব ছাত্র বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছে তাদের টাকা কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এই দলে প্রায় ৪০/৪৫জন ছাত্র রয়েছে– এরা ইনস্টিটিউটের ডাইনিংয়ে ফাও খাচ্ছে। তাদের কেউ কিছুই বলতে পারেনা। এখন এইসব ছাত্র ঈদ উপলক্ষে প্রতিটি রুমে গিয়ে মাথা পিছু ৫০ টাকা করে চাঁদা ধার্য করেছে। এই চাঁদা না দিলে তাদের ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে থাকতে দেয়া হবে না বলেও হুমকি দেয়া হয়। রবিবার ইনস্টিটিউটের ভিতরে এই চাঁদাবাজি করার সময় পুলিশ দু'জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এদের ধরিয়ে দেয়ার কারণে একজন শিক্ষক ও এক ছাত্রের ওপর হুমকি আসছে। প্রাণের ভয়ে তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ছাত্ররা অভিযোগ করেছে, ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এসব জানেন, কিন্তু তিনি কোন ব্যবস্থা নেন না।